যুগান্তর

তারিখ 19 MAY 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

মধ্যরাতে 'ও' লেভেল পরীক্ষা : ছুটির দিনে এইচএসসি

অনেক স্কুলে ক্লাসও হয়েছে

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশে ফের মধ্যরাতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এমনকি ছুটির দিনেও পরীক্ষা এবং ক্লাস নেয়া হয়। হরতালের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এ ব্যবস্থা বলে জানা গেছে। কিন্তু বিকল্প এই পন্থার কারণে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের হয়রানি আর ভোগান্তির সীমা ছিল না। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে ইংরেজি মাধ্যমের 'ও' লেভেল পরীক্ষা নেয়া হয়। ব্রিটিশ কারিকুলামে এই প্রোগ্রামটি (ও লেভেল) বিশ্বব্যাপী পরিচালনা করে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং এডেক্সেল ইন্টারন্যাশনাল। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার হরতালের দিন পূর্বাহ্নে বেলা সাড়ে ১১টায় ও অপরাহ্নে বিকাল ৩টা ও সাড়ে ৪টায় পরীক্ষা নির্ধারিত ছিল। যেহেতু বিশ্বব্যাপী একই সিলেবাস ও প্রশ্নে পরীক্ষা হয়, তাই দিনের পরীক্ষা দিনেই শেষ করার তাগিদ রয়েছে বলে ঢাকার ব্রিটিশ কাউন্সিল

পরীক্ষা : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১ ● ফ্রী : শেষ পৃষ্ঠায়

পরীক্ষা : মধ্যরাতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্মকর্তারা জানান। এ কারণে মধ্যরাতে হলেও পরীক্ষা শেষ করতে হয়েছে। জানা গেছে, ইংরেজি মাধ্যমের দুটি পরীক্ষার মধ্যে এডেক্সেল ইন্টারন্যাশনালের বেলা সাড়ে ১১টায় একটি পরীক্ষা ছিল। সেটি গ্রহণ করা হয় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায়। তাদের আরেকটি পরীক্ষা ছিল বিকাল সাড়ে ৪টায়। সেটি নেয়া হয় রাত ১২টায়। অন্যদিকে ক্যামব্রিজের অধীনে নেয়া পরীক্ষাটি ছিল বিকাল ৩টায়। সেটি নেয়া হয় রাত পৌনে ১২টায়। ঢাকার ব্রিটিশ কাউন্সিল, বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারসহ রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে এসব পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল। এসব পরীক্ষার সময়সীমা ছিল ২ ঘণ্টা। যে কারণে রাত ২টায় পরীক্ষা শেষে অনেকেরই বাসায় ফিরতে ভোর রাত হয়েছে। কয়েকজন অভিভাবক জানান, এর আগে গত বছরও একইভাবে হরতালের কারণে মধ্যরাতে ইংরেজি মাধ্যমের পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। বৃহস্পতিবারও একই ঘটনা ঘটল। কিন্তু এ কারণে ছাত্রছাত্রীদের ওপর বাড়তি মানসিক চাপ তৈরি হয়। রাত জাগার বাইরে পরের দিনের পরীক্ষা প্রস্তুতিতে অনেকেরই সমস্যায় পড়তে হয়। এবনিতেই পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা মানসিক চাপে থাকে। রাতে পরীক্ষা গ্রহণ এ চাপ আরও বাড়িয়ে দেয়।

ব্যতিক্রমী চিত্র : এদিকে মধ্যরাতে পরীক্ষা নেয়ার কারণে বিভিন্ন কেন্দ্রে ব্যতিক্রমী দৃশ্য দেখা যায়। ঢাকা শহরে সাধারণত মায়েরা তাদের সন্তানদের শিফার পেছনে ছোটাছুটি ও সময় ব্যয় করে থাকেন। স্কুলে এবং কোচিং ও প্রাইভেট টিউটরের কাছে নেয়া-আনাসহ মার্বিক দিকে তাঁদের ভূমিকা লক্ষণীয়। কিন্তু রাতে পরীক্ষার সময়সূচি নির্ধারিত হওয়ায় বিভিন্ন পরীক্ষা-কেন্দ্রে সন্তান আর মায়ের সঙ্গে বাবাদেরও উপস্থিতি দেখা যায়। একজন অভিভাবক জানান, পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে এ নিয়ে নানা খোশগল্পও হয়েছে। অনেকেই বলছিলেন, মধ্যরাতে 'ফাদার্স ডে' হয়ে গেল।

ছুটির দিনে পরীক্ষা-ক্লাস : এদিকে শুক্রবার ছুটির দিনে সারাদেশে এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এর বাইরে রাজধানীর ভিকারুননিসা নূনসহ বিভিন্ন স্কুলে ক্লাসও অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার হরতালের দিন এইচএসসি পরীক্ষা ছিল। তা বিবেচনা করে শুক্রবার নেয়ার তারিখ ঘোষণা করেছিল দেশের ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড। সে অনুযায়ী সকাল সাড়ে ৯টায় গণিত প্রথম পত্র, অর্থায়ন উৎপাদন ও বিপণন এবং বিকাল ২টায় সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ বিষয়ের পরীক্ষা নেয়া হয়।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ মঞ্জুআরা বেগম যুগান্তরকে জানান, তার প্রতিষ্ঠানে এইচএসসির কেন্দ্র রয়েছে। সেই পরীক্ষা নেয়া হয়। তবে শুক্রবারের পরীক্ষায় তুলনামূলক কম পরীক্ষার্থী থাকায় তারা পাশাপাশি ক্লাস নেয়ারও সিদ্ধান্ত নেন। সরেজমিন বেলা সাড়ে ১১টার দিকে স্কুলটির আজিমপুর শাখায় দেখা যায়, কোমলমতি শিশুদের উপস্থিতি ও তাদের কলতানে স্কুলটি ভরে উঠেছে। বাইরে অভিভাবকরা অপেক্ষা করছেন। ভিকারুননিসার মতো ঢাকার বিভিন্ন স্কুলেও শুক্রবার ক্লাস হয়েছে বলে জানা গেছে।